চলে গেলেন আমাদের সবাইকে ছেড়ে

স্মৃতিতে গাজীভাই

- লুৎফর রহমান শাওন

ভাষাসৈনিক গাজীউল হক, বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের ছিলেন একজন মুরুব্বী, সংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন প্রাণপুরুষ, সাহসী যোদ্ধা গাজীউল হক আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। তিনি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে গতকাল বুধবার ১৭ই জুন বিকেলে স্কয়ার হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন.....)। তিনি মাত্র ৮০ বছর বয়সে ঘুমের মধ্যে দ্বিতীয় ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে স্কয়ার হাসপাতেল যান এবং সেখানেই তিনি মারা যান। আমরা তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি সেই সাথে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

গাজী ভাইকে আমি চিনি অনেক ছোটকাল থেকে। উনি থাকতেন হাজিপাড়ায় আর আমি জন্ম থেকেই মালিবাগ চৌধুরী পাড়ায়। এছাড়া তার সাথে ঘনিষ্ঠতার আরও একটি সূত্র ছিল। তাঁর ভাই থাকতেন

আমাদের বাড়ীর ঠিক পাশের বাড়ীতে। সেখানে পারিবারিকভাবে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সেই সাথে তাঁর ভাইয়ের ছেলে বেলাল ছিল আমার বন্ধু। ধবধবে সাদা কিংবা খয়েরী রঙের লম্বা পাঞ্জাবী পড়া গাজীভাই-এর ধরাজ গলার কণ্ঠ জানালা দিয়ে বাতাসের সাথে আমাদের কানে আসতো। এক জানালা থেকে অন্য জানালার দূরত্ব যেন মাত্র কয়েক হাত। মাঝখানে শুধু একটি দেয়াল। বহুদিন তাঁর সেখানে যাতায়াত ছিল। তার সাথে যোগাযোগ ছিল।

আমি তখন ঢাকায় সাংবাদিকতা করি। একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা, পাক্ষিকের সহকারী সম্পাদনাসহ বেশক'টি কাগজে নিয়মিত প্রতিবেদন করতাম। তারমধ্যে অন্যতম ছিল সাপ্তাহিক সন্দ্বীপ। সেই সময়ের জনপ্রিয় এই সাপ্তাহিকটির সম্পাদনায় ছিলেন মোস্তাফিজুর রহমান। মোস্তাফিজ ভাই আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। একদিন তাঁর রুমে বসে পত্রিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম। মনটা ভাল ছিল। লেখার পারিশ্রমিক হাতে পেলে সব সাংবাদিকের যা হয়। সেদিন তিনি আমাকে রাজনৈতিক ও ভাষা সৈনিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ অবদান আছে এমন কয়েকজনের একটি সচিত্র প্রতিবেদন করার পরামর্শ দিলেন। আমি সেই সময় তিনজন ব্যক্তিকে নির্বাচন করলাম। তাদের একজন প্রয়াত গাজীউল হক, দ্বিতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সাহসী কণ্ঠসৈনিক এম আর আখতার মুকুল আর '৭১ এর ছাত্র রাজনীতির সাহসী কণ্ঠ আ.স.ম আব্দুর রব। আমার সাংবাদিকতার জীবনে তথ্যমূলক সেই সচিত্র প্রতিবেদনটি ছিল একটি উল্লেযোগ্য রিপোর্ট। সেই সময় আমি গাজী ভাইয়ের হাজীপাড়ার বাসায় তার একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার পরবর্তী সময়ের দিনলিপিগুলো আমার কলমের শব্দমালার মধ্যদিয়ে পাঠকদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলাম। রিপোর্টটির শিরোনাম ছিল "বাংলার ত্রিরত্ন : গাজী-মুকুল-রব"।

মঞ্চে বা থেকে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্তমান এমপি আব্দুর রাজ্জাক, আমাদের প্রিয় গাজীভাই, গামা আব্দুল কাদির ও লুৎফর রহমান শাওন।

আমাদের প্রিয় গাজীভাই আর নেই। এইতো মনে হয় সেদিন তার সাথে সিডনিতে নুরুল আজাদের ফাংশান রুমে বসে কথা বলেছি। তার বক্তৃতা শুনেছি। তিনি মাতিয়ে রেখেছিলেন আমাদের সবাইকে। সাপ্তাহিক স্বদেশ বার্তার পক্ষ থেকে সেদিন তাঁকে সংবর্ধনা দিতে পেরে গর্ববোধ করেছিলাম। আজও সেই স্মৃতি; সেই কণ্ঠ, সেই প্রিয় মুখ ভেসে আসে। গাজীউল হক ভাষা আন্দোলনে অবিস্মরণীয় ভূমিকা

রাখেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কলাভবনের সামনে ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য যে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন এই গাজীউল হক। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ১৪৪ ধারা না ভাঙার জন্য অনুরোধ করলে গাজীভাই সহ কয়েকজন ছাত্রনেতা সেদিন দৃঢ় অবস্থান নিয়ে আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলন ছাড়া স্বাধিকার, গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন গণমানুষের নেতা।

তাঁর এক মেয়ে বাঁধন থাকেন সিডনিতে। আমি জানি শোক কতো কঠিন ও নিষ্ঠুর। কারণ আমিও এই প্রবাসে থাকা অবস্থায় আমার প্রিয় মা ও বাবাকে হারিয়েছি। আমি প্রার্থনা করি যাতে গাজীভাইয়ের পরিবার বর্গের সবাই এই কঠিন শোক কাটিয়ে উঠতে পারে সেই সাথে গাজী ভাইয়ের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন।

আমার সেই দিনের সেই ত্রিরত্নের দুইজন - গাজীভাই ও মুকুল ভাই হারিয়ে গেছেন। বাকী আছেন একজন। পৃথিবীতে সময় কখনো থেমে থাকে না। প্রকৃতির নিয়মে সময় অতল গহবর থেকে বেরিয়ে সীমাহীন দিগন্তে ধাবিত হয় প্রতিনিয়ত - এরই মাঝে বেঁচে থাকা, আর এরই নাম জীবন।